



## 22782 - পতিমাতার সাথে একজন মুসলমিরে সদাচরণের পদ্ধতি

### প্রশ্ন

আমার সমস্যাটির সারাংশ হলো: আমার পতিমাতা সার্বক্ষণিকি দ্বন্দ্ববে লিপ্ত থাকেন। কারণ আমার পতি কর্কশ ও আক্রমণাত্মক আচরণে মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব অবোধ, অর্ন্তমুখী ও রূক্ষ।

আমি ও আমার ভাইয়েরা তাঁকে খুব ভয় পাই। আমরা তাঁর সাথে একবোরো অগভীর পর্যায়ে ছাড়া কোন প্রকার সংলাপ করতে যাই না। আমি আমার প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে ভালোবাসি; যাতো করে আমি জান্নাত লাভে ধন্য হই। আমি পতিমাতার সাথে সদাচরণে গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ছি। এ কারণে আমি চরম পরেশোনতিে আছি যো, কভিবে আমি আমার পতির সাথে সদাচরণ করতে পারি; আমি এর কোন রাস্তা জানি না?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতেরে নরিদশে দয়োর বিষয়টির সাথে পতিমাতার প্রতী সদাচরণেরে বিষয়টি একত্রো উল্লেখে করছেন। তিনি বলেন: “আর আপনার প্রভু আদশে দয়িছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ও পতি-মাতার প্রতী সদ্ব্যবহার করতে।” [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩]

তিনি আরও বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোনো কছিকে তাঁর শরীক করো না; এবং পতি-মাতার প্রতী সদাচরণ করো।” [সূরা নসি, আয়াত: ৩৬]

এটি পতিমাতার প্রতী সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারেরে গুরুত্বেরে দললি।

পতিমাতার সাথে সদাচরণ করা হবো তাদরে আনুগত্য করার মাধ্যমে, সম্মান ও মর্যাদা দয়ো, তাদরে জন্য দয়ো করা, তাদরে সামনে কণ্ঠস্বর নীচু রাখা, তাদরে সাথে হাসমিখে কথা বলা, তাদরে সাথে বনিয়ী হওয়া, তাদরে সাথে বরিক্তি প্রকাশ না-করা, তাদরে সবো করা, তাদরে আকাঙ্ক্ষাগুলোকো বাস্তবায়ন করা, তাদরে সাথে পরামর্শ করা, তাদরে কথা মনোযোগে দয়িে শূনা, তাদরে সাথে হটকারতি না-করা, তাদরে জীবদ্দশায় ও তাদরে মৃত্যুর পর তাদরে বন্ধুকে সম্মান করা ইত্যাদরি মাধ্যমে।

এর মধ্যে আরও রয়েছে তাদরে অনুমতি ছাড়া সফর না করা, তাদরে চয়ে উপররে কোন স্থানে না-বসা, তাদরে সামনে খাবারেরে দকিে পা দয়িে না-বসা, নজিরে স্ত্রী ও সন্তানকে তাদরে উপর প্রাধান্য না-দয়ো।



অনুরূপভাবে তাদরে প্রতীসদাচরণরে মধ্যে রয়েছে: তাদরেকে দেখতে যাওয়া, তাদরেকে উপহার দয়া, তাদরে প্রতীপালনরে জন্য তাদরে প্রতীকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; ছোটবলোয় হোক বা বড় হওয়ার পর হোক।

অনুরূপভাবে তাদরে সদাচরণরে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: তাদরে উভয়রে মাঝে মতভেদে কমানোর চেষ্টা করা। সটো সাধ্যানুযায়ী উত্তম উপদশে ও আখরিতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এবং উভয়রে মধ্যে যনি মজলুম তার পক্ষে ওজর পশে করার মাধ্যমে এবং ভাল কথা ও কাজরে মাধ্যমে তার মনকে ভালো করার মাধ্যমে।

আপনার পতির আচরণ যটোই হোক না কেনে আপনি পূর্বকোক্ত শষ্টিচারগুলতো ভূষতি হোন। যা কিছু আপনার পতির রাগরে উদ্রকে করে বা তাকে ব্যথতি করে সেগুলো পরহির করুন; যদি না এতে কোনে গুনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতা না বর্তায়। কারণ আল্লাহর অধিকার সকল বান্দাদরে অধিকাররে উপর প্রাধান্যযোগ্য।

আল্লাহর কাছে দয়া করুন যনে তিনি তাঁদরেকে হদোয়তে দনে, তাঁদরে অবস্থা সংশোধন করে দনে। নশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নকিটবর্তী ও দয়া কবুলকারী।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।